সামিট, মিতসুবিশি এবং জিই'র বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বেসরকারি এফডিআই ঘোষণা

ফটো ক্যাপশন: *সামিট, মিতসুবিশি কর্পোরেশন (মিতসুবিশি) এবং জিই'র তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা) বিনিয়োগ- যা এযাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। বাম থেকে (মিতসুবিশি কর্পোরেশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিজনেস ডিভিশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তেতসুজি নাকাগাওয়া, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান এবং জিই পাওয়ারের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও রাসেল স্টোকস ।)*

মিডিয়া রিলিজ (ঢাকা, বাংলাদেশ) ১১ জুলাই ২০১৮, বুধবার:

- সামিট, মিতসুবিশি এবং জিই তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা) বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে- যা এযাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। সামিট এই প্রকল্পের প্রধান অংশীদার হবে আর বাকির অংশীদারিত্ব থাকবে মিতসুবিশি এবং জিই-র।

- ২০১৯ সালে শুরু হয়ে, বিশ্বের সেরা ট্যারিফে ২০২৩ সালের মধ্যে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৩ সালে সামিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে।

- প্রকল্পের মধ্যে থাকছে ৬০০ মেগাওয়াটের চার বিদ্যুৎকেন্দ্র (মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট), যা জিই'র ফ্ল্যাগশীপ 9HA গ্যাস টারবাইন দ্বারা চালিত হবে। আরও থাকবে এলএনজি টার্মিনালের দুটি ইউনিট যার মোট ধারণক্ষমতা হবে তিন লাখ আশি হাজার মিটার কিউব, এক লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন তেল টার্মিনাল এবং আরও একটি ৩০০ মেগাওয়াটের এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

আজ বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান (আইপিপি) সামিট কর্পোরেশন, জিই (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী) এবং মিতসুবিশি কর্পোরেশন তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করলো। এই সমঝোতা চুক্তি, পূর্বে স্বাক্ষরিত (১৩ মার্চ ২০১৮

সিংগাপুরে) বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সামিটের সাথে মিতসুবিশির জয়েন্ট ভেঞ্চারের চুক্তির ধারাবাহিকতার একটি অংশ। জিই ৬০০ মেগাওয়াটের চারটি (মোট ২,৪০০ মেগাওয়াটের) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইক্যুয়িটি এবং প্রযুক্তির অংশীদার। অন্যদিকে, মিতসুবিশি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের অংশীদার হবে।

এই প্রকল্পে, বিশ্বের সবচেয়ে কার্যকরি এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এছাড়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এলএনজি টার্মিনালটিতে বয়েল অফ গ্যাস থাকবে না, এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

সামিটের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৩০ বাস্তবায়নে, সামিট, জিই এবং মিতসুবিশির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বেসকারি বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (এফডিআই) এনেছি যেন জনগণ এবং ব্যবসার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি চাহিদা সবচেয়ে সেরা প্রযুক্তি দ্বারা কম দামে সরবরাহ করা যায়।"

"জিই পাওয়ার তার ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সমস্ত পরিসরের জ্বালানি রূপান্তর ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি।" জিই পাওয়ারের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও রাসেল স্টোকস আরও বলেন, "সামিটের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমাদের এইচএ প্রযুক্তি অভূতপূর্ব মাত্রার দক্ষতা অর্জনকে সম্ভব করবে যা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোপরিভাবে শক্তিশালী করবে।"

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:

মোহসেনা হাসান | ইমেইল-mohsena.hassan@summit-centre.com | মোবাইল- ০১৭১৩০৮১৯০৫
https://summitpowerinternational.com/press-release